১৯/৮/২০০৭

ভোরের [redacted]

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ... ৫.....

ছাত্রদের ক্লাস বর্জন-সড়ক অবরোধ, বিডিআর মোতায়েন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ শিক্ষককে পিটিয়ে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : পুলিশের হাতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক গত শুক্রবার মধ্যরাতে প্রহৃত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। এ ঘটনায় ইবিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে সড়ক অবরোধ করে। ক্যাম্পাসে বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে।

শিক্ষক গ্রেপ্তারের ঘটনা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে। ইবি থানা পুলিশ দাবি করেছে, ইবির ছাত্র উপদেষ্টা অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আব্দুল মুঈদ ও রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কোহিনূর রহমান শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এ সময় টহলরত পুলিশ তাদের বাধা দিলে তারা পুলিশের ওপর চড়াও হন এবং পুলিশের ব্যবহৃত গাড়ি ভাঙচুর করেন। এ সময় পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে আব্দুল মুঈদকে গ্রেপ্তার করে এবং রাত পৌনে ৩টার দিকে তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিক্ষক আব্দুল মুঈদ জানান, আমি নিজ উদ্যোগে ক্যাম্পাসে ৪ হাজার গাছের চারা লাগিয়েছি। প্রতি রাতেই ক্যাম্পাসে ঐ চারা দেখাশোনা করি। শুক্রবার রাতেও একজন সহকর্মীকে নিয়ে গাছের চারা দেখছিলাম। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাম্বুলেন্সে পুলিশকে দেখে তাদের কাছে বিষয়টি জানতে চাই। তখন পুলিশ এতে ক্ষুব্ধ হয়ে গালিগালাজ করে। আমরা এর প্রতিবাদ করলে পুলিশ একপর্যায়ে আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং আমাকে গ্রেপ্তার করে। পরে থানায় নিয়ে গিয়েও নির্যাতন চালায়। পরে হাসপাতালে নিয়ে আসে। তিনি বলেছেন, ইবি থানা ক্যাম্পাসে গাছ লাগানো, বেগম মুজিব হলের শিবিরের ব্যানার খুলে ফেলাকে কেন্দ্র করে পুলিশ আমার ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমার ওপর নির্যাতন করে এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করেছে।

এদিকে গতকাল শনিবার এর প্রতিবাদে ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে এবং ২ ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস অবরোধ করে রাখে। উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ক্যাম্পাসে বিডিআর মোতায়েন করা হয়।